লোকবার্তা

পঁচিশ-তম বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা | লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুলেটিন | জুন ২০২২ – ডিসেম্বর ২০২২

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ২৮-তম বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

কেন্দ্রের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ২৮-তম বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হল ৬-৮ ডিসেম্বর ২০২২ কলকাতার লোকগ্রামের মুক্তমঞ্চে। ৬ ডিসেম্বর উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ইন্দ্রনীল সেন, মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী স্বপন দেবনাথ, মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রীমতী বীরবাহা হাঁসদা, মাননীয়া মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রের সভাপতি, শ্রী পরীক্ষিতবালা, কেন্দ্রের সহ-সভাপতি, ১০৯ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রের সদস্য শ্রী বরুণ কুমার চক্রবর্তী এবং শ্রী শিবশঙ্কর সোরেন। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের বরণ করে নেন লোকশিল্পীরা। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রের সদস্য সচিব শ্রী কৌস্তভ তরফদার। মাননীয় মন্ত্রী, শ্রী ইন্দ্রনীল সেন উদ্বোধনী ভাষণ দেন। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় অতিথিরা ধামসা বাজিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বীরভূম জেলার বাউল শিল্পী শ্রীমতি রীণা দাস। এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। ৬ ডিসেম্বর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলার রীনা দাসের বাউল গান, ঝাড়গ্রামের বিমল মুর্মু ও তার দলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নৃত্য, কোচবিহার জেলার শুক্লা বর্মনের ভাওয়াইয়া গান, শিবশংকর পাতর ও সম্প্রদায়ের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পাইক নৃত্য, পুরুলিয়া জেলার যোধারাম কুমার ও তার দলের ছৌনৃত্য পরিবেশিত হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৭ ডিসেম্বর নদিয়ার নুর আলম খানের ফকিরি গান, বীরভূম জেলার সুকুমার দাস ও সম্প্রদায়ের মুখোশ নৃত্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার উমা সেনগুপ্ত সরকারের ভাটিয়ালি গান, পুরুলিয়া জেলার বেলারাণী মাহাতো ও তাঁর দলের টুসুভাদু নৃত্যগীত, মুর্শিদাবাদের মাধব ঘোষের দলের আলকাপ ও জলপাইগুড়ি জেলার নীলিমা রায় ও তাঁর দলের বৈরাতি নৃত্য পরিবেশিত হয়। উৎসবের শেষ দিন ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্জু বারিকের বাউল গান, আলিপুরদুয়ারের শুক্লা রাভা ও তাঁর দলের রাভা নৃত্য, পুরুলিয়ার বকুল রায়ের ঝুমুর গান, মালদা জেলার অসীম রায় ও সম্প্রদায়ের গম্ভীরা পালা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার আবুসালেহ ও তার দলের রায়বেঁশে নৃত্য প্রদর্শিত হয়। তিন দিনের এই উৎসব মুখরিত হয়ে উঠেছিল অজস্র স্রোতার কলরবে। দর্শকরা শুধুমাত্র অঞ্চলভিত্তিক ছিলেন না, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকসংস্কৃতি প্রেমী অনেকের আগমন হয়েছিল।

৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা

আদিবাসী শিল্পীদের সঙ্গে নৃত্যের তালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ আগস্ট ২০২২, কলকাতার রেড রোডে "স্বাধীনতা দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। যে সমস্ত জেলা থেকে বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও বীরভূম জেলার বাউল গানের লোকশিল্পীরা, কোচবিহারের বৈরাতি নৃত্যের, ঝাড়গ্রামের আদিবাসী নৃত্যের, পূর্ব বর্ধমান জেলার ঢাক বাদ্যের, পুরুলিয়া জেলার ছৌনৃত্যের এবং দার্জিলিং-এর কুকরি নৃত্যের লোকশিল্পীরা। মোট ৩০২ জন লোকশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। লোকশিল্পীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষনীয় করে তুলেছিল।

কলকাতার দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পদযাত্রা

দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো স্বীকৃতির পদযাত্রায় লোকশিল্পীরা

বাংলার সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২২, কলকাতার বুকে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর বেলা ২টো জোড়াসাঁকো থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রা শুরু হয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বহু বিশিষ্টজনেরা এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। হাজার হাজার মানুষের এই বর্ণাঢ্য মিছিল নাচ ও গানে মুখরিত হয়ে ওঠে এবং শেষ হয় রেড রোডে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঙ্গিকের ২৭০ জন লোকশিল্পীরা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ঢাকবাদ্য, বাউল গান, ধুনুচিনৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য এবং মহিলা ঢাকিদের অনবদ্য ঢাকবাদ্য শোভা যাত্রাকে একটি অন্যমাত্রা দেয়। কলকাতার বুকে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে লোকশিল্পীদের অংশগ্রহণ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত ২৮তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ কলকাতায়। ১৫ ডিসেম্বর ২০২২, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেই বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঙ্গিকের ১০০০ জন লোকশিল্পী। ২২ ডিসেম্বর ২০২২, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান কলকাতার রবীন্দ্রসদন-এ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া জেলার ছৌ শিল্পীরা তাঁদের অপূর্ব নৃত্যশৈলি পরিবেশন করেন। অসংখ্য মানুষের উচ্ছাসের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বাউল গানের কর্মশালা

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন লক্ষ্মণ দাস বাউল

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আয়োজিত ২২-২৩ জুলাই ২০২২, লোকগ্রাম, ছিট কালিকাপুর, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতায়, দুদিনের বাউল গানের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১০০ জন বাউল শিল্পী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

‘২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব’, ‘বাংলা সংগীত মেলা’-তে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বইয়ের স্টল

কলকাতার বুকে ২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২২। এই চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে ‘নন্দন’ প্রাঙ্গণে তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শাখা তাদের বুক স্টল দিয়েছিল। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, শিশু কিশোর আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও নন্দন-এর বইয়ের স্টলের সাথে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রর বইয়ের স্টল দেওয়া হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০২২, বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ছিল বই বিক্রির সময়সীমা।

‘বাংলা সংগীত মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারী ২০২৩, কলকাতায়। ‘নন্দন’ প্রাঙ্গণে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যান্য শাখার সাথে ছিল লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের বুক স্টল। ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২২ বেলা ৩টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ছিল বুক স্টলগুলির বিক্রির সময়সীমা।

বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত বিশ্ব বাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব কলকাতার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চারুকলা পর্ষদ সংলগ্ন মুক্তমঞ্চতে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ২০২২ উৎসবের কার্টেন রেজার অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১২টাতে। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়-দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাউলগান ও শ্রীখোল বাদ্য, উত্তর ২৪ পরগনার ঢাক ও ধুনুচি নৃত্য, পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য, হুগলির সাঁওতালি নৃত্য, পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য ও মুর্শিদাবাদ জেলার রায়বেঁশে নৃত্য। ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ পরিবেশিত হয় বীরভূমের বাউলগান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাটিয়ালি গান, আলিপুরদুয়ারের বৈরাতিনৃত্য, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাউল গান ও মালদা জেলার গম্ভীরাপালা। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২, পরিবেশিত হয়—নদিয়ার ফকিরি গান, আলিপুরদুয়ারের ভাওয়াইয়া গান, জলপাইগুড়ির রাভানৃত্য, পূর্ববর্ধমান জেলার ঘোড়ানাচ এবং মালদার মানব পুতুল। ২৭ ডিসেম্বর ২০২২, পরিবেশিত হয়-হুগলি জেলার বাউল গান, বাঁকুড়ার ঝুমুর গান, উত্তর দিনাজপুরের মূখানৃত্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের সারপা নৃত্য ও উত্তর ২৪ পরগনার অষ্টকপালা। ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, অনুষ্ঠিত হয়-মুর্শিদাবাদ জেলার ফকিরি গান,

বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসবে মানব পুতুল

উত্তর দিনাজপুরের বাউলগান, পূর্বমেদিনীপুর জেলার তরজা গান ও কোচবিহার জেলার চন্ডীনৃত্য।২৯ ডিসেম্বর ২০২২, পরিবেশিত হয়-দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বনবিবির পালা, ঝাড়গ্রামের ঝুমুর গান, হুগলির বাউল গান, পূর্ব মেদিনীপুরের বেনীপুতুলনাচ, হাওড়া জেলার ওঁড়াও সম্প্রদায়ের নাচ ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভাঁড়যাত্রা। ৩০ ডিসেম্বর ২০২২, পরিবেশিত হয় মুর্শিদাবাদের বাউল গান, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ড্যাং পুতুল নাচ, নদিয়ার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নাচ ও গান, হুগলির লেটোপালা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া জেলার ঝুমুর গান, পশ্চিম মেদিনীপুরের পটের গান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার তরজা গান, ঝাড়গ্রামের পাইক নৃত্য, মুর্শিদাবাদের আলকাপপালা ও দার্জিলিং জেলার তামাংসেলো। ১ জানুয়ারি ২০২৩, পরিবেশিত হয়-উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাছন রাজার গান, নদিয়া জেলার বাউল গান, পূর্ব বর্ধমানের কবিগান, হুগলির সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নৃত্য, হাওড়া জেলার কালিকাপাতাড়ি নৃত্য ও কালিম্পং-এর লেপচা নৃত্য। অংশগ্রহণকারী মোট লোকশিল্পীদের সংখ্যা ৭৪৫ জন।

প্রদর্শনী : বাংলার নকশিকাঁথা

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২, বেলা ২টো থেকে রাত ৮টা গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় বাংলার নকশিকাঁথার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিকেল পাঁচটায় প্রদর্শনীটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন। নকশিকাঁথা বাঙালির সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। বাঙালিয়ানার অপর নাম এটি। নকশি কাঁথায় গ্রাম বাংলার লোকায়ত জীবন ও জীবন সংগ্রামের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। এই চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের সামনে তা তুলে ধরাই ছিল বাংলার নকশিকাঁথা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। ৭টি জেলা-বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতা জেলা থেকে ১০ জন কাঁথা শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। চার দিনের এই প্রদর্শনীতে ১৪ লক্ষেরও বেশি টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। বাংলার ঐতিহ্যশালী নকশিকাঁথা প্রদর্শনী শিল্পীদের কাছে বিষয়টি সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক।

গ্রাম কৃষ্টি উৎসব

প্রেসক্লাব কলকাতা উদ্যোগে ও লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর সহযোগিতায় ২৩-২৯ ডিসেম্বর ২০২২, বেলা ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বর্ষশেষে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে গ্রামীণ হাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। যে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলি হল-২৩ ডিসেম্বর ২০২২, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাছন রাজার গান, পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য। ২৪ ডিসেম্বর ২০২২, মুর্শিদাবাদের কবিগান আর বীরভূম জেলার রায়বেঁশেনৃত্য। ২৫ ডিসেম্বর ২০২২, আলিপুরদুয়ার জেলার ভাওয়াইয়া গান এবং পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝুমুর গান, মালদা জেলার গম্ভীরাপালা। ২৭ ডিসেম্বর ২০২২, বীরভূম জেলার বাউল গান, জলপাইগুড়ির রাভানৃত্য। ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ নদিয়ার ফকিরিগান, হুগলি জেলার শ্রীখোল বাদ্য। ২৯ ডিসেম্বর ২০২২, নদিয়া জেলার ভাটিয়ালি গান ও কোচবিহারের চন্ডীনৃত্য। প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ কটা দিন লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়েছিল। লোকশিল্পীরাও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র প্রকাশনা

অমল কে ভৌমিক
লৌকিক ছড়ায় লোকগণিত ৩০০.০০
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
মূল্যবোধের বিকাশে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা ২০০.০০
অমিয়শঙ্কর চৌধুরী
পল্লিকবি একলিমুর রাজার সংগীতমালা ৮০.০০
অরুণকুমার রায়
লোকায়নচর্চার ভূমিকা ৫০.০০
অশোক ভট্টাচার্য
পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র ৪০০.০০
আদিত্য মুখোপাধ্যায়
রণনৃত্য ৭০.০০
আবদুর রাকিব
চারণকবি গুমানি দেওয়ান ১০০.০০
আবুল আহসান চৌধুরী
আব্বাসউদ্দিন ১২০.০০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত (তরজামাইচ)
মুরুলিমোহন হাঁসদা (গড়ঃ ইচ্)
টুনটুনি রেয়াঃ কাথা ৫০.০০
কালাচাঁদ মাহালী
মাহালী লোকগান ও লোককথা ১৫০.০০
গদাধর দে
লোকায়ত বাংলা দোঁহা ১৫০.০০
গৌতমকুমার দাস
গাজন ভাটা দেলের গান ১৫০.০০
ডাবলু সরেন
সাঁওতালি নাটকের কথা ১৫০.০০
তনয় মণ্ডল
রাজবংশি লোকচিকিৎসা ১০০.০০
তারাপদ সাঁতরা
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ ৩০০.০০
দিনেন্দ্র চৌধুরী
গ্রাম নগরের গান ১০০.০০
গ্রামীণ গীতিসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড ২২৫.০০
দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গরঙ্গমঞ্চে লোকসংগীত ১৮০.০০
দীপক বিশ্বাস
কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী ৬০.০০
দীপঙ্কর ঘোষ
আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি ১২০.০০
ধনঞ্জয় রায়
খন ৭০.০০
ধীরেন্দ্রনাথ কর
রাঢ় বাঁকুড়ার লোকভাষা ও লোকশব্দাবলী ১৭০.০০

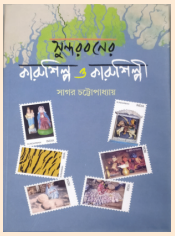

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ ১৭০.০০
নিখিলকুমার চন্দ
টগর অধিকারী ৫০.০০
নির্মলেন্দু দে
জেতোড় লোকসাহিত্য ১২০.০০
নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধী প্রধান : জীবন ও সাধনা ৭৫.০০
নিশীথ চক্রবর্তী
পুতুল নাচ ৮০.০০
পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো (সম্পা.)
মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী : রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ ১৫০.০০
পুষ্পজিৎ রায়
গম্ভীরা ১০০.০০
মালদহ জেলার লৌকিক ছড়া ও সংগীত ১২০.০০
পার্থসারথি হাটি
ছড়ার ছন্দ ও আধুনিক কবিতা ৫০০.০০
প্রমোদ নাথ
তামাঙ ৬০.০০
বরুণকুমার চক্রবর্তী
লেটো ১৫০.০০
বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও সুমন চ্যাটার্জি সম্পাদিত
লোকসংস্কৃতির তত্ত্বতালাশ ২৫০.০০
বিকাশ পাল
খেলার ছড়া ঃ ছড়ার খেলা ২৫০.০০
বাসুদেব ঘোষ
প্রবাদের গল্প ২০০.০০
বাংলার অধিবাসী ৫০০.০০
বিকাশকান্তি মিদ্যা
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থান নাম ১৭০.০০
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্মঠাকুর শূন্যপুরাণ প্রসঙ্গে ১৭০.০০
বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
নজরুল সাহিত্যে লৌকিক জীবন ও সংস্কৃতি ২০০.০০
মণিমোহন দাস
গ্রামীণ সংগীতের ডালি ১৫০.০০
মহঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
বাংলাদেশের লোকনাট্য ৪০০.০০
মালিনী ভট্টাচার্য (সম্পা.)
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ ২০০.০০
মালিনী ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত বাগচি
কবিয়াল গুরুদাস পাল ৫০.০০
মিহির ভট্টাচার্য (সম্পা.)
লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন ২০০.০০
মুহম্মদ আয়ুব হোসেন
মহিলা কথকদের কেচ্ছা এবং রূপকথা ১০০.০০

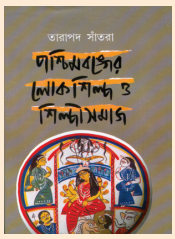

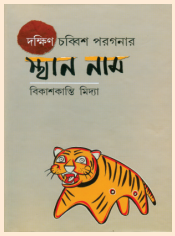

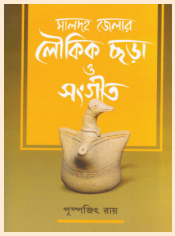

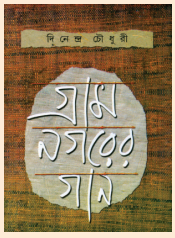

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র-র প্রকাশনা

মোহিত রায়
বোলান ৮০.০০
যোগেন্দ্রনাথ দাস (সংকলন) নিখিলেশ রায় (সম্পা.)
উককতার ঝোপা ১৫০.০০
রীতা সাহা
রবীন্দ্রমানসে লোকসংগীতের প্রভাব ৩০০.০০
লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী সম্পা.)
সাঁওতাল কাহিনী : বনবীর গাথা ৫০.০০
শক্তিনাথ ঝা
আলকাপ ১২০.০০
ঝাকসু ২৫.০০
শ্রমসংগীত ১০০.০০
শশাঙ্কশেখর দাস
বনবিবি ১০০.০০
শামস্ আলদীন্
লোকসাহিত্যে নারী ২০০.০০
শ্যামল বেরা
ভাঁড়যাত্রা ৯০.০০
শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকসংস্কৃতি চর্চা ও সুকুমার সেন ১০০.০০
শিবপদ ভৌমিক ও সুস্মিতা ভৌমিক
লোকসংস্কৃতি চর্চা ৮০.০০
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
লোকায়ত পশ্চিমরাঢ় ১৩০.০০
শিবেন্দুশেখর মিশ্র
সাঁওতাল : সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম ২৫০.০০
শ্যামাপদ বর্মন
ভাওয়াইয়া গীতিসংগ্রহ ও স্বরলিপি ১০০.০০
সহদেব মুরমু
শিকীর দিসম রেয়াঃ সহরায় এনেচ্
সেরেঞ ১৫০.০০
সঙ্গীতা সেন
মুখোশশিল্প ৮০.০০
সাগর চট্টোপাধ্যায়
সুন্দরবনের কারুশিল্প ও কারুশিল্পী ২৫০.০০
সুব্রত চক্রবর্তী
ভাদু ১২০.০০
সুব্রত মুখোপাধ্যায়
জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি ১০০.০০
সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া ৩০.০০
সুবোধ চৌধুরী
ডোমনি ৬০.০০
সুবোধ বসু রায়
রাঢ়বঙ্গের কারুশিল্প ৪০.০০
সুশান্ত বিশ্বাস
মালপাহাড়িয়া ৪৫.০০
লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি ৭৫.০০

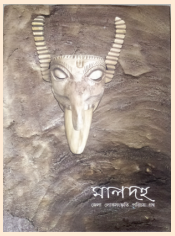

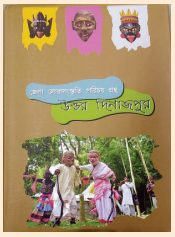

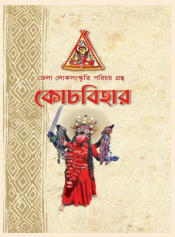

সুহাসিনী দেবী
মেয়েলি ব্রতকথা ১৫০.০০
স্বপন মুখোপাধ্যায়
গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান ৫০০.০০
সোমা মুখোপাধ্যায়
বাংলার দাই ২৫০.০০
হরেকৃষ্ণ হালদার
বঙ্গের শ্রীখোল ৫০০.০০
হাবিবুর রহমান
সামাজিক উন্নয়নে ফোকলোর ১৫০.০০
জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয়
নদিয়া ১৫০.০০, বর্ধমান ১৪০.০০,
বাঁকুড়া ১০০.০০, হাওড়া ৭০.০০,
মেদিনীপুর ১৪০.০০
মুর্শিদাবাদ ৪৫০.০০, পুরুলিয়া ৪০০.০০,
মালদহ ৪৫০.০০, বীরভূম ৪০০.০০,
উত্তর দিনাজপুর ৩৫০.০০
আলিপুরদুয়ার ৪০০.০০,
দক্ষিণ দিনাজপুর ৪০০.০০
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৬০০.০০
কোচবিহার ৪০০.০০
পশ্চিমবঙ্গের মেলা ৩০০.০০
বঙ্গীয় লোকসংগীত কোষ ৪০০.০০
লোকদেবতা ও উৎসব : নানা প্রসঙ্গ ২৫০.০০
লোকভাষার নানা দিগন্ত ১৫০.০০
রবীন্দ্রনাথের ছড়া পটুয়ার গান *প্রতিটি* ১০.০০
Santal Architecture *200.00*
Folk Music and Folklore : An Anthology *300.00*
Hemango Biswas (ed.)
Barun Kumar Chakraborty
Essays on Folkloristics *300.00*
লোকশ্রুতি (যাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকা) ৫০.০০প্রতি সংখ্যা

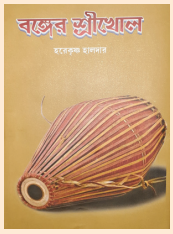

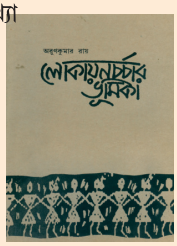

ক্যাসেট ও সিডি

ঝুমুর, লালনের গান, দরবেশি গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের লোকসংগীত, বাউল গান, ধামাইল, গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়া, সাধু রামচাঁদ মুর্মুর গান, রণেন রায়চৌধুরীর মারিফতি, অনন্তবালা বৈষ্ণবীর গান, বাহা, দং, লাগড়ে, দরবারি ঝুমুর, ভাদু, টুসু, করম, কবিগান, ফকিরি গান, তরজা গান, তিস্তা নদীর পাড়ে পাড়ে, মেচ ও রাভা ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান

রবীন্দ্রসদন 'বইঘর', দক্ষিণাপণ মার্কেটে 'লোকসংস্কৃতির বই' স্টল ও কেন্দ্রের লোকগ্রামের কার্যালয়

পৌষ উৎসব

২৪ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত 'পৌষ উৎসব' অনুষ্ঠিত হল কলকাতার টালাপার্ক প্রত্যয় পূজা প্রাঙ্গণ, বড়িশা ক্লাব ও মোহরকুঞ্জ-এ। টালাপার্ক প্রত্যয় পূজা প্রাঙ্গণে পরিবেশিত হয়— ২৪ ডিসেম্বর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাউলগান ও মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নৃত্য। ২৫ ডিসেম্বর, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য। ২৬ ডিসেম্বর, নদিয়া জেলার ফকিরি গান ও পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য। ২৭ ডিসেম্বর, হুগলি জেলার বাউল গান ও বীরভূম জেলার রায়বেঁশে নৃত্য। ২৮ ডিসেম্বর, বাঁকুড়ার ঝুমুর গান ও পূর্ব বর্ধমান জেলার ছৌ নৃত্য। ২৯ ডিসেম্বর, কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গান এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রায়বেঁশে নৃত্য। ৩০ ডিসেম্বর, বীরভূমের বাউলগান, পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য। ৩১ ডিসেম্বর, পূর্ব বর্ধমান জেলার বাউল গান, হুগলির রায়বেঁশে নৃত্য। অংশগ্রহণকারী লোকশিল্পী সংখ্যা মোট **১৬৮** জন। বড়িশা বেহালা ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়—২৪ ডিসেম্বর, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান, পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য। ২৫ ডিসেম্বর, মুর্শিদাবাদের বাউলগান ও পূর্ব বর্ধমানের রায়বেঁশে নৃত্য। ২৬ ডিসেম্বর, জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়া গান ও পূর্ব বর্ধমান

জেলার কাঠিনাচ। ২৭ ডিসেম্বর, বীরভূমের বাউল গান ও মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নৃত্য। ২৮ ডিসেম্বর, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝুমুর গান ও পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য। ২৯ ডিসেম্বর, নদিয়া জেলার ফকিরি গানও পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য। ৩০ ডিসেম্বর, হুগলি জেলার বাউলগান ও বীরভূম জেলার রায়বেঁশেনৃত্য। ৩১ ডিসেম্বর, জলপাইগুড়ি জেলার ভাওয়াইয়া গানও বাঁকুড়া জেলার ছৌনৃত্য। মোট অংশগ্রহণকারী লোকশিল্পী সংখ্যা **১৬৮** জন। মোহরকুঞ্জ প্রাঙ্গণে পরিবেশিত হয়— ২৪ ডিসেম্বর, হুগলি জেলার বাউল ও পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য। ২৫ ডিসেম্বর, বাঁকুড়ার ঝুমুর গান ও মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নৃত্য। ২৬ ডিসেম্বর, আলিপুরদুয়ারের ভাওয়াইয়া গান ও ঝাড়গ্রামের ছৌনৃত্য। ২৭ ডিসেম্বর, মুর্শিদাবাদের ফকিরি গান। পূর্ব বর্ধমানের রায়বেঁশে নৃত্য। ২৮ ডিসেম্বর, বীরভূম বাউল গান ও ঝাড়গ্রামের পাইকনৃত্যে। ২৯ ডিসেম্বর, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটিয়ালি গান ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ছৌনৃত্য। ৩০ ডিসেম্বর, ননিয়া ফকিরি গান, পুরুলিয়ার নাটুয়া নৃত্য। ৩১ ডিসেম্বর, মুর্শিদাবাদ জেলার বাউল গান ও পুরুলিয়া জেলার ছৌ নৃত্য। অংশগ্রহণকারী মোট লোকশিল্পী **১৬৮** জন।

বাংলা সংগীত মেলায় লোকশিল্পীরা

২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৩ প্রত্যহ বিকাল ৫টা থেকে কলকাতা ১০টি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল "বাংলা সংগীত মেলা"। রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রাজ্য সংগীত আকাদেমি মুক্তমঞ্চ, আনন্দপুর যুব সংঘ মাঠ, মধুসূদন মুক্তমঞ্চ, হেদুয়াপার্ক, ফনীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ, দেশপ্রিয়পার্ক, একতারামঞ্চ ও ৪নং নেতাজিনগর কলোনীর মাঠের মুক্তমঞ্চ। "বাংলা সংগীত মেলা"তে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা অনুষ্ঠান করেন। ৪ নং নেতাজিনগর কলোনী মাঠের মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়বেঁশে, ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ পুরুলিয়ার নাটুয়া, ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য। এছাড়াও ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, চারুকলা মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হয় হুগলি জেলার বাউল গান, ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় মোহরকুঞ্জতে, ৩০ ডিসেম্বর ২০২২, চারুকলা মুক্তমঞ্চ-এ পরিবেশিত হয় আলিপুরদুয়ারের ভাওয়াইয়া গান, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২, টালাপার্ক-এ অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য, ১ জানুয়ারি ২০২৩, চারুকলা মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝুমুর গান। 'বাংলা সংগীত মেলা'-র অনুষ্ঠান স্থানগুলি কটা দিন অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি ও আনন্দকলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। মোট **৪৫** জন লোক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন 'বাংলা সংগীত মেলা'-য়।

দুর্গাপুজোয় পশ্চিমবঙ্গের ঢাকিদের বিদেশ যাত্রা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর ২০২২, সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকি শিল্পীরা তাদের ঢাকবাদ্য পরিবেশন করেন। সুইৎজারল্যান্ড দূতাবাসের সঙ্গে যুক্ত বাঙালিরা দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা থেকে শ্রী সন্তোষ দাস, শ্রীমতি দীপালি দাস এবং শ্রীমতি রমা দাস এবং মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে শ্রীবিশ্বনাথ দাসরা সুদূর সুইৎজারল্যান্ডে তাদের ঢাক বাদ্য পরিবেশন করেন। প্রবাসের বাঙালিরা ঢাক বাদ্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব ও দেবী রুক্মিনীর পুণ্যবিবাহ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীরা

প্রতি বছর ১১ জুন জ্যেষ্ঠা শুক্লা একাদশীতে পুরীর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে মহাপ্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব ও দেবী রুক্মিনীর পুণ্য বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ১২ই জুন ২০২২, এ বিশেষ পুণ্য তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানের জন্য আবেদন জানান পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ শ্রী জনার্দন পট্টযোশি মহাপাত্র। সেই আবেন অনুসারে ১২ জুন ২০২২, বিকেলে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে ২০ জন বাউল (১০ জন মহিলা, ১০ জন পুরুষ) শিল্পী, বাউল গান পরিবেশন করেন। বাউল গানেও নৃত্যে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

জেলা আঙ্গিকভিত্তিক কর্মশালা ২০২২-২৩

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	আঙ্গিক	অনুষ্ঠানের তারিখ	স্থান
১।	জলপাইগুড়ি	ভাওয়াইয়া গান	১৩-১৫ জুলাই '২২	সেন্টার ফর কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট সদর ব্লক
২।	মুর্শিদাবাদ	আলকাপ পালা	২৫-২৭ জুলাই ২০২২	বহরমপুর (রবীন্দ্র ভবন)
৩।	হাওড়া	কালিকাপাতাড়ি	২৫-২৭ জুলাই ২০২২	আনন্দ নিকেতন, বাগনান
৪।	আলিপুরদুয়ার	মারুণি নৃত্য	২৮-৩০ জুলাই ২০২২	গোশালা সভামঞ্চ, রাজাভাতখাওয়া
৫।	উত্তর ২৪ পরগনা	ভাটিয়ালি গান	১-৩ আগস্ট ২০২২	জেলা দপ্তর সম্মেলন কক্ষ
৬।	হুগলি	বাউল গান	২-৪ আগস্ট ২০২২	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভাগৃহ (রবীন্দ্র ভবন)
৭।	পূর্ব বর্ধমান	বাউল গান	২-৪ আগস্ট ২০২২	পূর্বস্থলী
৮।	কোচবিহার	ভাওয়াইয়া গান	৩-৫ আগস্ট ২০২২	জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র
৯।	বাঁকুড়া	বাউল	৩-৫ আগস্ট ২০২২	রবীন্দ্রভবন, বাঁকুড়া
১০।	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	বনবিবির পালা	৩-৫ আগস্ট ২০২২	ক্যানিং ১ নং ব্লকের অডিটোরিয়াম
১১।	দক্ষিণ দিনাজপুর	খন পালা	১০-১২ আগস্ট ২০২২	কুশমন্ডী
১২।	পশ্চিম বর্ধমান	বাউল	১০-১২ আগস্ট ২০২২	রবীন্দ্রভবন, আসানসোল
১৩।	মালদা	গম্ভীরা পালা	১৬-১৮ আগস্ট ২০২২	মালদা মিউজিয়াম সভাকক্ষ
১৪।	পূর্ব মেদিনীপুর	বাউল গান	২২-২৪ আগস্ট ২০২২	ডি.এম. অফিসের কনফারেন্স হল
১৫।	পশ্চিম মেদিনীপুর	ঝুমুর গান	২৩-২৫ আগস্ট ২০২২	বিদ্যাসাগর হল
১৬।	উত্তর দিনাজপুর	খন পালা	২৩-২৫ আগস্ট ২০২২	এক্সটেনশন ট্রেনিং সেন্টার, কর্ণজোড়া
১৭।	পুরুলিয়া	নাটুয়া নৃত্য	২৬-২৮ আগস্ট ২০২২	রবীন্দ্রভবন, পুরুলিয়া
১৮।	দার্জিলিং	তামাং সেলো	২৯-৩১ আগস্ট ২০২২	ভানুভবন, দার্জিলিং
১৯।	ঝাড়গ্রাম	পরভা নৃত্য	৩১ আগস্ট-২ সেপ্টেম্বর ২০২২	ফরেস্ট অফিস প্রাঙ্গণ
২০।	নদিয়া	ফকিরি গান	২-৪ সেপ্টেম্বর ২০২২	দীনবন্ধু মঞ্চ, তেহট্ট
২১।	বীরভূম	বহুরূপী পালা	১৮-২০ সেপ্টেম্বর ২০২২	কালিকাপুর গুরুকুল নাট্য আশ্রম, লাভপুর
২২।	কালিংম্পং	লোক নাটক ও মারুণি নৃত্য	২২-২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২	ধুমপুর

জেলাভিত্তিক লোকশিল্পী সম্মেলন ২০২২-২৩

ক্রমি ক সংখ্যা	জেলা	অনুষ্ঠানের তারিখ	স্থান
১।	বীরভূম	২২ জুলাই ২০২২	সিধু-কানু মুক্তমঞ্চ, সিউড়ি
২।	পূর্ব বর্ধমান	১১ আগস্ট ২০২২	রবীন্দ্রভবন
৩।	পশ্চিম মেদিনীপুর	১৮ আগস্ট ২০২২	প্রদ্যোৎ স্মৃতি ভবন
৪।	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৫ আগস্ট ২০২২	রবীন্দ্রভবন, ডায়মন্ডহারবার
৫।	নদিয়া	১৮ আগস্ট ২০২২	রবীন্দ্রভবন, কৃষ্ণনগর
৬।	ঝাড়গ্রাম	১৭ আগস্ট ২০২২	মিউনিসিপ্যালিটি টাউন হল, ঝাড়গ্রাম
৭।	হাওড়া	২ সেপ্টেম্বর ২০২২	শরৎসদন, হাওড়া
৮।	পূর্ব মেদিনীপুর	৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	সুবর্ণজয়ন্তী ভবন, তমলুক
৯।	জলপাইগুড়ি	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২	জলপাইগুড়ি আর্ট গ্যালারি
১০।	হুগলি	১০ সেপ্টেম্বর ২০২২	রবীন্দ্রভবন, চন্দননগর
১১।	আলিপুরদুয়ার	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২	আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যালিটি হল

১২।	দক্ষিণ দিনাজপুর	২০ সেপ্টেম্বর ২০২২	বালুরঘাট নাট্যমন্দির, বালুরঘাট
১৩।	উত্তর দিনাজপুর	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	কর্ণজোড়া অডিটোরিয়াম
১৪।	পশ্চিম বর্ধমান	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	রবীন্দ্রভবন, আসানসোল
১৫।	মালদা	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২	সানাউল্লাহ মঞ্চ
১৬।	পুরুলিয়া	১৯ নভেম্বর ২০২২	রবীন্দ্রভবন, পুরুলিয়া
১৭।	উত্তর ২৪ পরগনা	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২	রবীন্দ্রভবন, বারাসাত
১৮।	দার্জিলিং	২৯ জুলাই ২০২২	ভানুভবন, দার্জিলিং
১৯।	কোচবিহার	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২	রবীন্দ্রভবন, কোচবিহার

সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকপ্রসার প্রকল্পের লোকশিল্পীরা

ক্রমিক সংখ্যা	অনুষ্ঠানের নাম ও স্থান	তারিখ	অংশগ্রহণকারী শিল্পী
১।	পট্টাযোশী জনার্দন মহাপাত্র-এর আবেদন জগন্নাথ মহাপ্রভুর বিবাহ উৎসব, পুরী, ওড়িশা	১২ জুন ২০২২	২০ জন বাউল শিল্পী অংশগ্রহণ করেন ১০ জন মহিলা এবং ১০ জন পুরুষ
২।	বেঙ্গল ম্যাঙ্গো মেলা ও হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফ্ট এক্সপো, নতুন দিল্লী	১৬ জুন ২০২২–৩০ জুন ২০২২	বাউল শিল্পী মোট ২ জন অংশগ্রহণ করেন
৩।	মহানায়ক সম্মান এবং বঙ্গভূষণ ও বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রদান নজরুল মঞ্চ	২৫ জুলাই ২০২২	আদিবাসী নৃত্য, শ্রীখোল, বাউল ও আদিবাসী নৃত্য, সর্ব মোট ৩০০ লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।
৪।	৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, রেড রোড, কলকাতা	৭ জুলাই— ১৫ জুলাই ২০২২	বাউল, বৈরাতি নৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, ঢাকবাদ্য, ছৌনৃত্য, কুকরি নৃত্য, বনবিবির পালা, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৩০২ জন লোক শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।
৫।	কলকাতার দুর্গাপূজাকে ইউনেস্কোর দ্বারা হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ধন্যবাদ জ্ঞাপন পদযাত্রা, জোড়াসাঁকো থেকে রেডরোড, কলকাতা	১ সেপ্টেম্বর ২০২২	ঢাক বাদ্য, বাউল, ধুনুচি নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, মহিলা ঢাকবাদ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ২৭০ জন লোক শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।
৬।	বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান, রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণ, কলকাতা	১৯, ২৫ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর ২০২২	ধুনুচিনৃত্য, মহিলা ঢাকবাদ্য, ঢাকবাদ্য মোট ৫০ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।
৭।	নব নির্মিত হেমন্ত বসু সেতুর উদ্বোধন, কলকাতা	২২ সেপ্টেম্বর ২০২২	মহিলা ঢাকি মোট ১৫ জন
৮।	দুর্গা পূজা কার্নিভ্যাল রেড রোড, কলকাতা	৮ অক্টোবর ২০২২	ঢাকবাদ্য ও মহিলা ঢাকবাদ্য মোট ২০ জন লোকশিল্পী ছিলেন।
৯।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা, নতুন দিল্লী	২৫ নভেম্বর ২০২২	মোট ১৫ জন ছৌনৃত্য লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন
১০।	২৮তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন, কলকাতা	১৫ ডিসেম্বর ২০২২	অংশগ্রহণে লোকশিল্পী মোট ১০০০ জন
১১।	২৮তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রসদন, কলকাতা	২২ ডিসেম্বর ২০২২	অংশগ্রহণে পুরুলিয়া জেলার ১৫ জন ছৌ শিল্পী
১২।	পৌষ উৎসব, টালাপার্ক, প্রত্যয় পূজা প্রাঙ্গণ, বড়িশা ক্লাব (বেহালা সখেরবাজারের কাছে), ও মোহরকুঞ্জ	২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২	পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৫০৪ জন বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরা।
১৩।	বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চারুকলা পর্ষদ মুক্তমঞ্চ, কলকাতা	২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৩	বিভিন্ন আঙ্গিকের ৭৪৫ জন লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।
১৪।	বাংলা সংগীত মেলা, কলকাতা, ৪নং নেতাজিনগর কলোনী মাঠের মুক্তমঞ্চ।	২৫ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৩	রামবেঁশে নৃত্য, নাটুয়া নৃত্য, ছৌ নৃত্য, বাউল গান, ভাওয়াইয়া গান, ঝুমুর গানের লোকশিল্পীরা মিলিয়ে মোট ৪৫ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষে **কৌস্তভ তরফদার**, সচিব কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, কলকাতা ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত। কার্যালয় : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 'লোকগ্রাম', ছিট-কালিকাপুর, কলকাতা ৭০০০৯৯। ফোন : (০৩৩) ২৪২৬-২৭২৮/২৬৩৭ (ফ্যাক্স) ই-মেল : loksanskriti@live.com

সম্পাদক : জয় গোস্বামী ।। সহ সম্পাদক : নন্দিনী রায়